ইসলামী মতাদর্শের আলোকে সামাজিক আন্দোলন

[cscsbd.com/556, ২১ মার্চ ২০১৪]

সামাজিক আন্দোলন কেন?

রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা	**সমাজ**	ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও দর্শন বা তত্ত্ব

১. ইসলাম: জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নাবলীর সর্বোত্তম উত্তর।

২. ইসলামী আন্দোলন: ইসলাম অনুসরণের সামষ্টিক প্রয়াস।

বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও মননশীলতা হতে **সামাজিক দায়বদ্ধতা**র উদ্ভব। সেটার পরিণতি হলো **রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা**। (রাজনীতি হচ্ছে preference of collective good and well-being) রাজনীতি মানুষকে এক পর্যায়ে এনে দেয় **রাষ্ট্র ক্ষমতা**। যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে **সভ্যতা**। এরই মাধ্যমে সম্ভব হয় **বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা**য় স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করা।

৩. ইসলামী আন্দোলনের কর্মধারা: মানবিক সমাজ ও বহুদলীয় রাজনীতি।

৪. দ্বীন ও শরীয়াহ: দ্বীন হচ্ছে আকীদা ও শরীয়াহ। আকীদা অপরিবর্তনীয়।

৫. সমাজ ও রাষ্ট্র: সমাজ বরাবরই ছিলো। রাষ্ট্র হলো সমাজের উপরি কাঠামো। রাষ্ট্র গড়ে উঠে **বটম-আপ এপ্রোচে**। টিকে থাকে **টপ-ডাউন এপ্রোচে।** সম্প্রসারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের টিকে থাকার নিয়ামক। সম্প্রসারণ হতে পারে সামরিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক।

প্রফেট মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক মক্কা থেকে শুরু করে **মদীনায়** গিয়ে **রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম**: **বটম-আপ এপ্রোচের উদাহরণ।**

ইবাদত ও মুয়ামালাতের পার্থক্য প্রসঙ্গে **নিয়ত ও রিচুয়্যালে**র ভূমিকা। রাজনীতি হচ্ছে মুয়ামালাত। পোশাক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা– এগুলোর কোনো রিচুয়্যাল বা মডেল নাই। আছে মূলনীতি। মূলনীতি বজায় থাকা সাপেক্ষে যে কোনো ব্যবস্থাই ইসলামী হতে পারে।

নামের ইসলাম বনাম **কাজের ইসলাম**।

ইসলামের রাষ্ট্র ধারণা কি একক ধারণা, নাকি বহু স্তর বিশিষ্ট ধারণা? মদীনার রাষ্ট্রের নানা পর্যায়। আল ফারাবীর রাষ্ট্র ধারণা। state scale। নবী পরিচালিত রাষ্ট্র হতে **গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।**

৬. ইসলামসম্মত সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: নেতৃত্ব ও আনুগত্যের ভারসাম্য প্রসঙ্গে প্রচলিত ভুল ধারণা। সঠিক হলো **পরামর্শ ও আনুগত্যের ভারসাম্য** রক্ষা করে চলা।

সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জনগণের পার্থক্য, পৃথিবীর **আহ্নিক গতি (daily motion) ও বার্ষিক গতি (annual motion)**'র উদাহরণ। ক্যাডার সিস্টেমের অসারতা।

৭. সংগঠন পদ্ধতি ও কাঠামো:

আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হলো **সমতলধর্মী** (horizontal) কর্মপদ্ধতি। যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **গণমুখীতা** (pro-people)। কোরআনের বাণী: তোমাদের মধ্যেই সেই উত্তম যার তাকওয়া সর্বোত্তম।

প্রশাসন পরিচালনা হলো **ক্রমসোপানমূলক** (hierarchical) কর্মপদ্ধতি। **আদেশ ও আনুগত্যে**র ভারসাম্য যার টিকে থাকার উপায়। **৩ জন হলেও একজন আমীর হবে** কর্মব্যবস্থাপনার দিক থেকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে সভ্যতাগত ১০০০-১০০-১০ ফর্মূলা। প্রচলিত বা conventional কেন্দ্রনির্ভর কাজের ধারা। প্রস্তাবিত ধারণা: **বিকেন্দ্রীকৃত ও গুচ্ছাকার সংগঠন ব্যবস্থা**

উদ্যোগ হবে **ব্যক্তিনির্ভর**। আনুগত্যশীল পরিস্থিতিতে মানুষের সক্ষমতা কম থাকে। স্বনির্ভরতা মানুষের সক্ষমতা বাড়ায়। **synergy**'র বরকত। সিনারজি হলো ১০+১০=২৫

সবাই সব বিষয়ে এনগেইজ হবে না। বরং যার যার পটেনশিয়ালিটি, এক্সপার্টাইজ, প্রফেশন ও লোকালিটিকে বিবেচনায় নিয়ে সভ্যতা নির্মাণ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

সাংগঠনিক ঐক্য নয়। আদর্শগত ও **ইস্যুভিত্তিক ঐক্য? কমন পয়েন্ট অব রেফারেন্সের** মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ।

শূরার সুবিধা পাওয়া যাবে **কম্পিটেন্ট শূরার** মাধ্যমে। **শূরার অসুবিধা:** ১০টা ঘোড়ার একটাকে আরেকটার সাথে বেঁধে দিলে তারা পরস্পর পরস্পরকে টেনে ধরে রাখবে।

কেন্দ্রীয় সমন্বয় প্রকৃতপক্ষে কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১০-৫-২ ফর্মুলা। **কালেক্টিভ লিডারশীপ** বনাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব বা **ক্যারিশমেটিক লিডারশীপ**।

আদর্শের বীজকে গড়ে উঠার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। দ্রুত ফল লাভের চেষ্টা **মেকি-নৈতিকতার** জন্ম দেয়। আদর্শ ও জীবন **দশ হাজার মিটারের দৌড়।** একশ' মিটারের স্প্রিন্ট নয়।

সমাজের বৃহত্তর পরিসর হতে **পরিশুদ্ধি (perfection)** অর্জনই শ্রেয়। **সাংগঠনিক বলয়ে** থেকে টেকসই পরিশুদ্ধি অর্জন করা যায় না। **maximum recruitment, minimum perfection-এর নীতি** অবলম্বন করা জরুরি।

দল ও ব্যক্তির সুষম সম্পর্ক। মাছ না খাওয়াইয়া পুকুর চিনায়া দেয়া। আনুগত্যশীল বিপুল জনশক্তির চেয়ে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও **চিন্তাশীল লোকের কন্ট্রিবিউশন হয় অনেক বেশি।**

বটবৃক্ষ মডেলের সুবিধা ও অসুবিধা। **বাগান পদ্ধতি**র সামাজিক আন্দোলন।

কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট বা ভাংগন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। নেতিবাচক ভাঙ্গন বনাম ইতিবাচক ভাঙ্গন। মূলনীতি সম্পর্কে মতৈক্য সত্ত্বেও বাস্তবায়ন নিয়ে দ্বিমতের সুযোগ থাকা। **কর্মচারীর মালিকানা অর্জনের উদাহরণ।**

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করো, পরস্পর থেকে পৃথক হয়ো না– কোরআনের এই বাণীর শিক্ষা। **তসবির ছড়া বা ফুলের মালা বা পুষ্প-মঞ্জুরীর উদাহরণ।**

ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস উঁচু হওয়া জরুরি। **সেলফ-ব্র্যান্ডিং।** আত্মবিশ্বাস বনাম অহংকারের পার্থক্য। প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ সম্ভাবনাসম্পন্ন। **আল্লাহ তায়ালা অনর্থক কিছুই সৃষ্টি করেননি।** ব্যক্তি নিজেই বেছে নিবে কোন সেক্টরে কীভাবে সে কাজ করে নিজের ইনার পটেনশিয়ালিটিকে কাজে লাগাবে।

কাজ করতে গিয়ে আমরা নানা ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ হই। ওয়াদা করি। **ওয়াদা রক্ষা করা** ওয়াজিব হলেও **জীবনব্যাপী সামাজিক ওয়াদা** হতে পারে না। তালাক না দেয়ার ওয়াদা, সংগঠন না ছাড়ার ওয়াদা– এগুলো কেউ করলেও তা বাতিল গণ্য হবে।

স্থায়ী সম্পর্কের বিষয়গুলো কোরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। সংগঠন করা হলো মসজিদে নামাজ পড়ার মতো।